দুর্নীতির শীর্ষে স্থানীয় সরকার

প্রথম পাতার পর / দুর্নীতি

গতকাল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। টিআইবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখার জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন প্রকাশের পর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, গত পাঁচ বছরে দুর্নীতির যে ধারা পরিলক্ষিত হচেছ তাতে দুর্নীতি কমার কোনো লক্ষণ নেই বরং এর ভয়াবহতা ক্রমশ বিস্তার ঘটছে। তিনি মনে করেন, জনগণের অর্থায়নে পরিচালিত উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ লুটপাট হচেছ। এটা প্রতিরোধ করা গেলে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। তিনি বলেন, দুর্নীতিকে সামাজিকভাবে ঘৃণা করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। টিআইবি মনে করে, রাজনীতিবিদ আমলা ও ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে দুর্নীতি হয়ে থাকলেও দুঃখজনক ব্যাপার হচেছ দুর্নীতির গডফাদাররা সবসময়ই থেকে যাচেছ ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সাংবাদিকদের প্রশেণর জবাবে মোজাফফর আহমেদ বলেন, নির্বাচনে কালো টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখার কারণে সেখানে নির্বাচনী ব্যয় নিয়ে প্রশণ ওঠেনি। এক প্রশেণর জবাবে তিনি বলেন, এনজিও ব্যুরোতে টিআইবির নিবল্পন্ধন করা আছে। দাতাদের সহায়তায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিএফআইডি, সিডা, নরওয়ে ও ডেনিডা টিআইবিকে আর্থিক সহায়তা দেয়। অন্যান্য উৎসের মধ্যে সংস্থার নিজস্ব ট্রাস্টি ফান্ড রয়েছে।

টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা ৩৮টি খাতের ২ হাজার ১২৮টি দুর্নীতির ঘটনা পর্যালোচনা করেছে। এর মধ্যে ৪২৩টি দুর্নীতির ঘটনার মাধ্যমে ৫২৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি লোপাট হয়েছে স্থানীয় সরকার ও পল-ী উন্নয়ন খাতে যার পরিমাণ ২০৮ কোটি টাকা। টিআইবির মূল্যায়নে শিক্ষা, পুলিশ, স্বাস্থ্য ও বেসরকারি খাত সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্হ। টিআইবি বলেছে, দুর্নীতির পেছনে তার যে কারণগুলো শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হচেছ ক্ষমতার অপব্যবহার, জবাবদিহিতার অভাব, ঘুষ, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সরকারি ক্রয়ে অনিয়ম ইত্যাদি। রাজনীতিবিদরা সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্হ হলেও এবারের প্রতিবেদনে টিআইবি তা থেকে দূরে সরে গেছে। টিআইবি তার প্রতিবেদনে বলেছে, সরকারি কর্মকর্তারা সবচেয়ে বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছে। লুটপাটের ৬৪ শতাংশই করেছে সরকারি কর্মকর্তারা, আর রাজনীতিবিদরা করেছে ১৪ শতাংশ। তবে যারা দুর্নীতি করেছে তাদের মধ্যে উচচপদস্হ কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি। দুর্নীতির বড় শিকার সাধারণ মানুষ বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়। পুলিশের দুর্নীতির মধ্যে র‌্যাবও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, তবে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় থানাগুলোতে। পুলিশের দুর্নীতির শতকরা ৭৭ ভাগ সংঘটিত হয় সেখানে। এত বিপুলসংখ্যক দুর্নীতির ঘটনা হলেও একটির বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্হা নেওয়া হয়নি। স্বাস্থ্য খাতের মধ্যে সর্বাধিক দুর্নীতি হচেছ দেশের স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে। এ খাতে সংঘটিত দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ৬২ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে দুর্নীতি ও প্রতিরোধের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সেগুলো হল দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করা, দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে সরকারি ও বিরোধী দলে স্থান না দেয়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা ন্যায়পাল নিয়োগ করা প্রভৃতি।

জনাব দারা বিল্লাহর নিউইয়র্ক সফর

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট দারা বিল্লাহ সম্প্রতি নিউইয়র্ক সফর করে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ সময় তিনি প্রখ্যাত আইনজীবি সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং রাজনীতিক ডঃ কামাল হোসেনের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মিলিত হন। দারা বিল-াহর অনুরোধে ডঃ কামাল হোসেন তার পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে লস এঞ্জেলেসে আসার আমন্ত্রণ গ্রহন করেছেন। উলে-খ্য তার এই সফর এ বছর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জনাব দারা বিল্লাহ, বঙ্গবন্ধু দৌহিত্র ও জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় সাহেবের সাথেও ২৫ জুন ওয়াশিংটন ডিসি-তে ২ ঘন্টা যাবত একান্ত সাক্ষাতকারে সামিল হন। এ সময় জনাব জয় ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্রমণে জনাব দারা বিল-াহর আমন্ত্রণ গ্রহন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আগত সাংসদ বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক আইনমন্ত্রী জনাব আব্দুল মতিন খসরু সহ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে দলীয় স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখা'র সম্মেলন

একুশ রিপোর্ট

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখা'র সভাপতি এ কে এম সামসুল আলম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক ডালি মোফাজ্জল হোসেন মফু'র নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটি আগামী ৯ জুলাই, ২০০৬ লস এঞ্জেলেসে সম্মেলন করার আহ্বান জানিয়েছেন। আহ্বায়ক মোশারফ হোসেন (সাঁতারু) সম্মেলন করার কথা ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানাবেন বলে কতৃপক্ষ জানান। সার্বিক যোগাযোগের জন্য নিম্ন ফোন নাম্বারে কল করতে বলা হয়েছে।৮১৮-৬২৫-২৮০৬ এবং ২১৩-৩৮৯-৪৯৫৭

লোটাস / প্রথম পাতার পর

সিটি অব লস এঞ্জেলেস আয়োজিত উক্ত ফেস্টিভ্যালে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এশিয়া ও প্যাসিফিক আইল্যান্ড মানুষের কৃষ্টিকে প্রবাসে তুলে ধরার মাধ্যমে পরিচিত ও নিজেদের মধ্যে সৌহাদ্যভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লস এঞ্জেলেস সিটি প্রতি বছর এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করে। লস এঞ্জেলেসের বাংলাদেশী কমিউনিটি লোটাস ফেস্টিভ্যালে প্রতিবারের মত এবারও অংশগ্রহণ করে দেশের সুনাম অর্জন করে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশ একাডেমী। অংশগ্রহণে মবি ও মৌ। তাদের প্রাণবন্ত নৃত্য মুলধ-ারার মানুষের মন জয় করে নেয়। এরপর অংশগ্রহণ করে লস এঞ্জেলেস বাংলা পাঠশালা, তারা রবীন্দ্রনাথের "তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই" গানটির উপর নৃত্য পরিবেশন করে ভুয়সী প্রশংসা অর্জন করে। অংশগ্রহণে ছিল অনিকা, তাবাসসুম, বিজয়া ও খশী। সবশেষে অংশগ্রহণ করে পারিবারিক সংগঠন "উত্তরণ", তারা বাংলাদেশের বিয়ের চিত্র তুলে ধরে।

ক্লোজআপ / প্রথম পাতার পর

সকলেই এখানে স্বাভাবিক আচরণে প্রবাসীদেরকে মুগ্ধ করেছে। কিনত সকলের প্রিয় শ্রেষ্ঠের দাবিদার নোলকের কীর্তিকলাপ প্রবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৩ জুন সকাল ৯ টার সময় শিল্পী-রা এলএএক্স এয়ারপোর্টে ফে-ারিডা থেকে গত রাতে শো করে গভীর রাতে রওয়ানা দেয়, সারা রাত ঘুম নাই। সকালে আয়োজনকারীবৃন্দ স্বদেশ রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসে, সেখানে খাওয়া দাওয়া করে। প্রবাসী ফ্যানেরা সাতসকালে এসেছে তরুণ তারকাদের স্বচক্ষে দেখার জন্য।

সেখান থেকে সবাই হোটেলে চলে যায় বিশ্রামের জন্য, বিকাল ৩ টার দিকে আবার যাত্রা শুরু হবে। দুপুরে খাবারের পালা, শিল্পীদেরকে আপ্যায়ন করেন সালোমি রেস্টুরেন্টের মালিক মিঃ ও মিসেস কবির।

অনষ্ঠানের পুর্বে নোলককে অন্যদের থেকে বিচিছন্নবাদী বলে মনে হয় সকলের কাছে। স্হানীয় কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা কি যেন বাধ সাধছে এবং বেচারা সমস্যার মধ্যে আছে বলে মনে হলো। এমন একটি বিষয় নিয়ে বাধ সাধছে যা তিনি কাউকে বলতেও পারছেন না, সইতেও পারছেন না। সে এক বিরক্তিকর পরিস্হিতি বলে মনে হলো। অনুসন্ধান করে জানা গেল নোলক লস এঞ্জেলেসে এসে কল্কি খুঁজছে। কল্কি ছাড়া তার মন মেজাজ ভালো নেই। কোন রকমে বুঝ দিয়ে বা আশ্বাসের বলিতে ঝুলিয়ে রেখেছে স্হানীয় কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠান শেষ, কোন কিছুতেই মন ভরছে না। অগত্যা স্হানীয় কর্তৃপক্ষ প্রবাসী কল্কিতে আসক্ত একজন খুঁজে বের করলো, বলা হলো রাতের খাবারের পর ব্যবস্হা করা হবে। মধ্যরাতে সবাই হলিউডের উপর ২৪ ঘন্টা খোলা এক থাই রেস্টুরেন্টে যাবার পথে নোলক গাড়ি থামাতে বলে গাড়ি থেকে নামলো। জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ব্যাপার ? সে জানালো লাইট পোস্টের পাশে গিয়ে প্রস্রাব করবে। সবাই টেনে আবার গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দিল। ঐ কাজটা দেশীয় স্টাইলে এদেশে চলে না। সবাই মিলে বড় অঙ্কের টিকেট খাওয়ার ব্যবস্হা আর কি। অবশেষে খাওয়ার পর পেটে ব্যাথা উঠেছে, এর নাম করে লস এঞ্জেলেসে কল্কি আসক্তের সাথে তাকে ক্ষণিকের তরে দেখতে পাওয়া যায়। এরপর গভীর রাতে রিহার্সেলের নামে বায়না ধরে জনৈকা শিল্পীর সাথে দেখা করতে চায়। অবস্হা বেগতিক দেখে লস এঞ্জেলেস মাস্তান দিয়ে তাকে শান্ত রাখা হয় বলে জানা যায়। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আয়োজকদের সাথে যোগাযোগ করলে কল্কি নিয়ে নোলক বিষয়ক জটিলতা সবখানে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রবাসীদের মন্তব্য, নোলকের প্রতিভা আছে কিনতু তার প্রয়োজন একজন প্রফেশনাল ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্ট। তা নাহলে মুকুলেই ঝরে যাবে তার প্রতিভা, তাতে কোন সন্দেহ নাই। নোলককে গার্ড দিয়ে অনুশীলন অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে। এ মুহুর্তে নোলকের প্রয়োজন তার রিহ্যাবিটেশন।

প্রথম পাতার পর / প্রবাসীদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

একদিকে বীর সেনানীর সমাধিস্থলে মাটি দিতে পেরে পরিবারের সদস্যরাসহ উপস্থিত সকলে গর্ববোধ করে। অন্যদিকে স্বাধীন বাংলার ১৪ কোটি মানুষ পেয়েছে তাদের হারিয়ে যাওয়া সেই গর্বিত সন্তানের দেহাবশেষ। যা এতদিন সুদূর করাচির মৌরীপুর কবরস্থানে অযত্নে-অবহেলায় পড়েছিল। আজ থেকে সেই শহীদ বীর সন্তানকে নিজ মাতৃভুমে জায়গা দিতে পেরে জাতি নিজেকে ধন্য মনে করছে। আর মতিউর রহমান তাঁর স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে পরম শান্তিতে শুয়ে থাকবেন অনন্ত সময় ধরে।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের দেহাবশেষ গত শনিবার রাত ১০-৩৫ মিনিটে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি টারমাকে এসে পৌঁছে। বিমান থেকে একটি লরিতে করে কফিনটি প্রথমে টারমাকে আনা হয়। এরপর বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার একদল অফিসার জাতীয় পতাকায় আচছাদিত কফিন বহন করে বিশেষভাবে সজ্জিত একটি মঞ্চে এনে রাখেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির পক্ষ থেকে কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির এই বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিমান বন্দরে আনুষ্ঠানিকতার পর শনিবার রাত ১১-২০ মিনিটে বীরশ্রেষ্ঠর দেহাবশেষ কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় মসজিদে এনে রাখা হয়।

কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের কফিন গতকাল রবিবার সকালে তিন বাহিনীর মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে নিয়ে আসা হয়। সকাল ১০টায় দেহাবশেষ বহনকারী কফিনকে সামনে রেখে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন। তিন বাহিনীর অফিসার ও সৈনিক এবং সরকারের উচচপদস্থ কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরের কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর সাধারণ মানুষকে বীরশ্রেষ্ঠের কফিনটি দেখার সুযোগ করে দেয়া হয়।

শহীদ বীর সন্তানকে নিজ মাতৃভুমে জায়গা দিতে পেরে জাতি নিজেকে ধন্য মনে করছে:

সকাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউরের কফিনে তার স্ত্রী মিলি রহমান, কন্যা তুহিন মতিউর হায়দারসহ পরিবারের সদস্যগণ অশ্রুসজল চোখে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফ্রিডম ফাইটারস কাউন্সিল, সিটিজেন রাইটস মুভমেন্টসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ সর্বস্তরের জনগণ একই কাতারে দাঁড়িয়ে জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পৌঁছলে সেখানে আগে থেকে অপেক্ষমাণ সামরিক বাহিনীর কয়েক হাজার সদস্য শুরু থেকে এই বীর সেনানীকে সমাধিস্থ করার শেষ পর্যন্ত হাত তুলে স্যালুট প্রদর্শন করেন।সমাধিস্থ করার সময় সামরিক বাহিনীর বাদকদল বিউগলে অন্তিমসুর বাজিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল শহীদ মতিউরের উদ্দেশে গার্ড অব অনার প্রদান করে। ৫টি জঙ্গি বিমান তার সমাধির উপর স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা নিয়ে কয়েকবার ফ্লাই পাস্ট করে। শহীদ মতিউরের সমপদমর্যাদার বিমানবাহিনীর ৮ জন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট তার কফিনটি বহন করে কবরে নামান। সেখানে উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত স্পীকার, মন্ত্রীপরিষদ সদস্যবৃন্দ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, মতিউরের পরিবারের সদস্যবৃন্দ কবরে মাটি দেন। এ সময় বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউরের স্ত্রী মিলি রহমান, কন্যা তুহিন মতিউর হায়দার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

জীবনালেখ্য

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকার ১০৯, আগাসাদেক রোডের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মৌলভী আবদুস সামাদ, মা মোবারকুন্নেছা। ১১ ভাই-বোনের মধ্যে ছিলেন ৮ম। ১৯৬০ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পিএএফ স্কুল, সারগোদা থেকে ডিস্টিংশনসহ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে জিডি পাইলট হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালের ২৩ জুন পাইলট অফিসার হিসেবে ফ্লাইট সার্ভিস কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে ফ্লাইট অফিসার এবং ১৯৬৭ সালে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট করাচির মৌরীপুর বিমান ঘাঁটিতে তারই ছাত্র রাশেদ মিনহাজ আকাশে বিমান উড্ডয়ন করাবে। সকাল সোয়া ১১টার দিকে টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান নিয়ে রাশেদ মিনহাজ আকাশে উড্ডয়নের আগের মুহূর্তে মতিউর তাকে হাত দিয়ে ইশারা দেন। রাশেদ মনে করলেন বিমানে হয়তো কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাশেদ বিমান থামানোর সঙ্গে সঙ্গে মতিউর লাফ দিয়ে পাখার ওপরে উঠে রাশেদের সঙ্গে কথা বলার ভান করেন। রাশেদ তার অক্সিজেন মাস্ক খোলার সঙ্গে সঙ্গে রাশেদের মুখ চেপে মতিউর বিমানের ককপিট বসে পড়েন। মতিউরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাশেদ কন্ট্রোল টাওয়ারে জানিয়ে দেয় বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা। এ ঘটনা জানার পরেই ৪টি জঙ্গি বিমান মতিউরের বিমান ধরার জন্য পিছু নেয়। রাডার যন্ত্রকে এড়ানোর জন্য দক্ষতার সঙ্গে মতিউর ভূমি থেকে অল্প উচচতায় বিমান চালিয়েছেন। পাশাপাশি চলছিল রাশেদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি। এক সময় রাশেদ ইজেকট সুইচে চাপ দিলে মতিউর পিছনের আসন থেকে ছিটকে পড়েন এবং প্যারাশুট না থাকায় বিমান থেকে পড়ে গিয়ে শহীদ হন। বিমানের উচচতা ভূমি থেকে খুব কম থাকার কারণে রাশেদ বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বিমান আছড়ে পড়ে ভূমিতে। রাশেদ আগুনে পুড়ে মারা যায়। ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র তিন মিনিটের দুরত্বে বিমানটি একটি মরুভূমিতে বিধ্বস্ত হয়। এরপর তাকে মৌরীপুরের বিমান ঘাঁটির চতুর্থ শ্রেণীর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগে ফ্লাইট লে. মতিউর পাকিস্তান থেকে ছুটিতে নরসিংদীতে দেশের বাড়িতে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি পাকিস্তানে গিয়ে কাজে যোগ দেন একটি যুদ্ধবিমান সংগ্রহের জন্য। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট মৌরিপুর বিমানঘাঁটিতে একজন পাকিস্তানি অধঃস্তন বৈমানিককে থামিয়ে তার টি-৩৩ বিমান নিয়ে আকাশে উড়ে ভারত সীমান্তের দিকে যেতে থাকেন। পাকিস্তানি বৈমানিককে তিনি ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করেছিলেন। কিন্তু সীমান্তের কাছে তার জ্ঞান ফিরে এলে উভয়ের ধস্তাধস্তিতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং উভয়ের মৃত্যু হয়।

শহীদ মতিউরের বড় ভাই আতাউর রহমান জানান, ৩৫ বছর কেটে গেলেও মতিউরের দেহকাঠামো প্রায় অবিকৃত রয়েছে এখনো। মাথাভর্তি চুল রয়েছে আগের মতোই। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

স্ত্রী মিলি রহমান বললেন, মতিউরকে সর্বশেষ বিমান থেকে হেঁটেই নামতে দেখেছি। কিন্তু আজ ওকে কাঁধে করে নামাতে হচেছ। এটা মেনে নেওয়া বড় কষ্টের।

মেয়ে তুহিন মতিউর হায়দার বলেন, আজকের অনুভূতিটা প্রকাশ করার মতো নয়। বাবা আজ আমাদের কাছে চলে এসেছেন। যেন তিনি মৃত নন।

হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood
Ekush.info

শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যাকান্ডের বিচার

প্রথম পাতার পর / গ্রেনেড

পত্রে জানতে চাওয়া হয়, কেন কাইয়ুমের এ ধারণা হয়েছিল যে, হত্যাকান্ডে সহযোগিতার বিনিময়ে তাকে জাতীয় সংসদে একটি আসন নিশ্চিত করা হবে। কে তার মধ্যে এই প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসবাদের কোন উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা। পুলিশ নির্যাতনের মাধ্যমে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে বলে অভিযুক্তরা যে পিটিশন দায়ের করেছে সে বিষয়ে সরকারের অবস্থান কোথায় জানতে চাওয়া হয়েছে চিঠিতে।

চিঠিতে উলে-খ আছে, প্রশ্নগুলোর জবাব তারা চেয়েছে এই কথা বিবেচনায় এনে যে, মার্কিন এই আইনপ্রনেতারা মনে করছে সুষ্ঠ তদন্ত ছাড়াই দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি শেষ করা হতে পারে। তাদের এই আশংকাই যদি শেষ পর্যন্ত সত্যি হয় তবে তা হবে জনস্বার্থ, আইন ও সুবিচারবিরোধী এক উদাহরণ। যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী ২৬ জন কংগ্রেসম্যান এবং সিনেটর হচেছন টম ল্যান্টোস, জেমস এ লিচ, জেমস ম্যাক গোভার্ন, রিচার্ড ই নেল, মার্টিন মেফ্যান, জেনিস স্যাকোসকি , জন এ টার্নি , মাইকেল এইচ মিকাউড, এডওয়ার্ড এম কেনেডি, জন এফ কেরি, প্যাট্রিক জে লেহি, জোসেফ আর বিডিন জুনিয়র, বারাক ওবার্না, জোসেফ আই লিভারম্যান, লিঙ্কন ডি চ্যাফি, ওলিম্পিয়া স্লুউ, রিচার্ড জি লুগার্ড প্রমুখ। চিঠিতে তারা আরও জানায়, কিবরিয়া হত্যাকান্ডের বিচারে হস্তক্ষেপ করার কোন ইচছাই তাদের নেই। প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত চিঠির একটি কপি তারা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস ও ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদুত প্যাট্রিসিয়া বিউটেনিসের কাছেও পাঠান।

মন্ত্রীদের ক্ষমতা বাড়ানো হলো

প্রথম পাতার পর / মন্ত্রী

সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ডিপিইসির সুপারিশক্রমে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় ১০ শতাংশ হ্রাস/বৃদ্ধি, সঙ্গে প্রকল্প মেয়াদ সর্বোচচ ১ বছর বৃদ্ধি করতে পারবেন।' বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ২০০৫ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর যে প্রতিবেদন তৈরি করেছিল তাতে দেখা গেছে, একনেকের অনুমোদন নিয়েই প্রকল্পের খরচ বারবার সংশোধন করে অনেক বাড়ানো হয়। উন্নয়ন ব্যয়ে দুর্নীতির সুযোগ আরো বাড়ল।

তারা ২০০২-০৩ অর্থবছরে সমাপ্ত ১৬৫টি প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখেছে, সেগুলোতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় খরচের প্রাথমিক যে হিসাব করা হয় তার চেয়ে পরবর্তী সময়ে প্রকল্পে প্রায় ৮০ শতাংশ বেশি খরচ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বিলম্বে শুরু, বাস্তবায়নকারী সংস্হার মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং নানা ধরনের অনিয়মের কারণেই প্রকল্পের ব্যয় এভাবে বৃদ্ধি পায় বলে আইএমইডি মনে করে।

এমনিতেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নেওয়া সিংহভাগ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন হয় না। খরচও বারবার সংশোধন করে বাড়ানো হয়। দেশে এডিপি বাস্তবায়নের যখন এই বেহাল দশা তখন সেই দুর্বলতা না কাটিয়ে নতুন করে মন্ত্রীদের আরো ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে দুর্নীতিকেই আরো উৎসাহিত করা হলো বলে সরকারি ব্যয় পর্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র বলছে, আগে বড় বড় প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হলে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) অনুমোদনের পর তাতে একনেকের অনুমোদন নিতে হতো। নতুন পরিপত্র জারি করার পর কোনো প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বাড়াতে মন্ত্রীদের আর কোনো বাধার মুখোমুখি হতে হবে না। তবে ডিপিইসির অনুমোদন থাকার বিধান রাখা হয়েছে। সংশি-ষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ রকম ক্ষেত্রে মন্ত্রী প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়নোর পর কোনো কমিটি আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

সূত্র জানায়, অনেকটা দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের চাপের কারণেই মন্ত্রীদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। সূত্র মতে, এতে শুধু সরকারি সম্পদেরই অপচয় হবে। চলতি অর্থবছরেও সাড়ে ২৪ হাজার কোটি টাকার এডিপি কেটে সংশোধিত এডিপি সাড়ে ২১ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আবার নতুন অর্থবছরে (২০০৬-০৭) এডিপি ঘোষণা করা হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকার। এই নতুন এডিপিতে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ হাজার ২৮৩ কোটি ২৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে শুধু অবরাদ্দকৃত থোকের পরিমাণ ২৪৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা। থোক বরাদ্দের পুরো অর্থই নির্বাচনী কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এবারের এডিপিতে এমন কিছু খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেগুলো সরাসরি নির্বাচনের কাজে ব্যয় হতে পারে বলে আশংকা করা হচেছ। সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিটির সাবেক সদস্য ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত বলেন, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অধীনে যে মন্ত্রণালয়গুলোকে নিজেদের বাজেট নিজেদের করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নির্ধারিত বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে উন্নয়ন বাজেটে কোনো প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রয়োজন পড়লে সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে। কোনো মন্ত্রণালয় যদি ওই নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত খরচ করে তাহলে অবশ্যই আর্থিক শৃংখলা ভঙ্গ হবে এবং দুর্নীতির সুযোগ থাকবে।

একুশ হোক আপনার মুক্ত চিন্তার প্যা-াটফর্ম। মতামত বিভাগে আপনার লিখা, আপনার ভাবনা অনেককেই উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সাদা কাগজে হাতে লিখে আমাদের ফ্যাক্স করুন। (৩২৩)-৯৮৩-৯৩০০।
যোগাযোগ ঃ (323)-462-9300, (323)-877-1465, (213)-925-4652, (818)-266-7539

সন্ত্রাসীদের অর্থ প্রবাহ!

প্রথম পাতার পর / অর্থ

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইনকর্পোরেটেড জানায়, তারা মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের হুকুম তামিল করছে। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে সন্ত্রাসীদের অর্থ প্রবাহ বন্ধ করার লক্ষ্যে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। ফলে কিছু লেনদেনে বিলম্ব ঘটছে এবং কিছু আটকে দেওয়া হচেছ বলে কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০০ গ্রাহক ভোগান্তির শিকার হচেছন। প্রসঙ্গত, যুক্তরাস্ট্রের সন্ত্রাসী হামলা চালানোর আগে হামলাকারী মোহাম্মদ আতা যুক্তরাস্ট্রের মেরিল্যান্ডে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে অর্থ পাঠিয়েছিল। ডন অনলাইন।

প্রবাসে হালাল চিকেন

CHESTER'S FRIED CHICKEN
Halal Chicken to go
CHESTER'S
Halal Chicken to go

BUY 1 CHESTER BRESTER GET SECOND 1 FREE (WITH THE PURCHASE OF MEDIUM DRINK)
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

BUY 1 CHICKEN SALAD GET SECOND 1 FREE (WITH THE PURCHASE OF MEDIUM DRINK)
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

BUY 1 CHICKEN BOWL GET SECOND 1 FREE (WITH THE PURCHASE OF MEDIUM DRINK)
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

BUY 1 CHICKEN BURRITO GET SECOND 1 FREE (WITH THE PURCHASE OF MEDIUM DRINK)
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

KID'S EAT FREE ON SUNDAY IF YOU BUY COMBO #3
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

BUY 3 CHICKEN TACOS GET 3 HOT WINGS FREE
THIS COUPON VALID UNTIL JUNE 28, 2006
4221 BEVERLY BL, #B LOS ANGELES, CA 90004
(323) 663-1600

4221 Beverly Bl., Los Angeles, CA 90004 (at Beverly & Normendi Av)

Congratulations!

American General Life and Accident congradulates its agent, **Tutul Chowdhury** for his dedication to helping members of the Bangladeshi community in the Greater Los Angeles area meet their important insurance needs with:

- Life Insurance
- Cancer Insurance
- Accident Insurance
- Critical Illness Insurance
- Annuities

Tutul Chowdhury
CA Lic# 0C46135
3620 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90807
Phone: (562) 424-8697
Fax: (562) 424-0289

Count on his for friendly, personal, and professional service.

For more information please see the next edition - Thank you.